সবিতা

চিত্রনাট্য-পরিচালনা **কণক মুখার্জী**

কল্পনা মুভীজ প্রাঃ লিঃ নিবেদিত

দেবনারায়ণ গুপ্তের
মঞ্চসফল নাটকের
কাহিনী অবলম্বনে

দাবী

চিত্রনাট্য সংলাপ
ও
পরিচালনা
কণক মুখার্জী

সংগীত : **অমল মুখার্জী** ॥ চিত্রগ্রহণ : **শঙ্কর মুখার্জী** ॥ সম্পাদনা : **অমিয় মুখার্জী** ॥ শিল্পনির্দেশনা : বিজয় বসু ॥ শব্দগ্রহণ : বাণী দত্ত ॥ সংগীত গ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ রূপসজ্জা : দেবীদাস হালদার ॥ গীত রচনা : মিন্টু ঘোষ ॥ মণীষা সরকার ॥ চিত্রনাট্যে ধারারক্ষণ : নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য ॥ স্থিরচিত্র : সুভাষ নন্দী ও পিক্স স্টুডিও ॥ কর্মসচিব ও প্রধান সহযোগী পরিচালক : **দিলীপ নন্দী** ॥ ব্যবস্থাপনা : অশোক বসু ॥ প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত ॥ প্রচার অঙ্কন : ডিজাইন, জে. এল. কে. পালিত, রূপায়ণ, এ কে কনসার্ন, ভবানীপুর লাইট হাউস ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন স্টুডিও ॥ বেশকার : ৺বৈদ্যনাথ শর্মা, শের আলি, বরেন দাস ॥ প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন** ॥ সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় : অঞ্জন মুখার্জী ॥ নিকুঞ্জ ভট্টাচার্য ॥ সংগীত পরিচালনায় : রবীন সরকার ॥ তাপস চ্যাটার্জী ॥ সম্পাদনায় : শেখর চন্দ, অশোক ঘোষ, প্রণব মুখার্জী ॥ সংগীত গ্রহণে : জ্যোতি চ্যাটার্জী, বলরাম বারুই ॥ শিল্প নির্দেশনায় : সতীশ মুখার্জী ॥ শব্দ গ্রহণে : ইন্দু অধিকারী, পাঁচু মণ্ডল ॥ পটশিল্পে : নবকুমার, বলরাম ও কবি দাশগুপ্ত ॥ রূপসজ্জায় : অনুপ গাঙ্গুলী, তারাপদ পাইন, পাঁচু দাস ও বটু গাঙ্গুলী ॥ আলোক নিয়ন্ত্রণে : হরেন গাঙ্গুলী, দিলীপ ব্যানার্জী, গীতু পাত্র ॥ দৃশ্যপট নির্মাণে : শান্তি, কেবল, মারু, ধুপন সিং, আসফি, ষষ্ঠী ॥ বেশ নির্মাণে : চণ্ডীপ্রসাদ সাহা, দি মেকআপ ॥ ব্যবস্থাপনায় : বাচ্চু দে, জগদীশ পাণ্ডে, বলাই মণ্ডল, এ. রামস্বরূপ ॥ পরিচয় লিখনে : বিশ্ব বসুরায় ॥ প্রচারে : বারীণ ঘোষ এম,এ ॥ সুকান্ত গাঙ্গুলী এম,এ ॥ নিকুঞ্জ কিশোর বসু ॥ মঞ্জুশ্রী দত্তগুপ্ত এম,এ ● নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে : হেমন্ত মুখার্জী ॥ সন্ধ্যা মুখার্জী ॥ শ্যামল মিত্র ॥ আরতি মুখার্জী ॥ পিন্টু ভট্টাচার্য ॥ সলিল মিত্র ॥ নিতাই গোস্বামী ॥ নমিতা ভট্টাচার্য ॥ মালা সরকার ॥ কমলেশ ঘোষ ॥ সমরেশ রায় ● অমল ঘোষ ॥ শৈলেন সেন এবং প্রতিমা ব্যানার্জী ●

শ্রেঃ মৌসুমী চ্যাটার্জী ॥ শমিত ভঞ্জ ॥ সন্ধ্যা রাণী ॥ দীপ্তি রায় ॥ বাসন্তী চ্যাটার্জী ॥ সাধনা রায়চৌধুরী ॥ রঞ্জনী গুপ্তা ॥ ইন্দিরা দে ॥ বিকাশ রায় ॥ অসিতবরণ ॥ অনুপকুমার ॥ দিলীপ রায় ॥ জহর রায় ॥ শেখর চ্যাটার্জী ॥ মৃণাল মুখার্জী ও রবি ঘোষ ॥ সহভূমিকায় : পূর্ণিমা রায় ॥ তাপসী দাস ॥ সায়রা খাতুন ॥ অশোক ব্যানার্জী ॥ বরুণ বক্সী ॥ মিন্টু চক্রবর্তী ॥ যোগেশ সাধু ॥ কেষ্ট কুণ্ডু ॥ অমূল্য সান্যাল ॥ জ্যাম বড়ুয়া ॥ দিবোন্দু দে ॥ দেবাশীষ ব্যানার্জী ॥ শান্তিময় চ্যাটার্জী ॥ নির্মল মুখার্জী ॥ সৌমেন রায় ॥ মণি চ্যাটার্জী ॥ অধীর সরকার ॥ তপন দত্ত ॥ কল্যাণ রায় ॥ অরিন্দম ব্যানার্জী ॥ বিশ্বনাথ মুখার্জী ॥ সৌমিত্র ॥ অমর দত্ত ॥ গোপাল দাস ॥ পল্টু দেবশর্মা ॥ বিজন রায় ॥ মিহির পাল ॥ বিজয় বসু ॥ অসিত রায় ॥ পরিতোষ রায় ॥ অমল দত্ত ॥ তমাল মুখার্জী ॥ তপন মুখার্জী ॥ পরিতোষ ভানু ॥ ভাণ্টু ॥ মাঃ রাজু ও প্রদীপ মুখার্জী ॥ অতিথি শিল্পী : ঐন্দ্রিলা চৌধুরী ॥ শাশ্বতা চৌধুরী ॥ গার্গী বর্ধন ॥ অনুরাধা চক্রবর্তী ॥ শান্তি চারা ॥ প্রেমা নাইডু ॥ শ্রীশঙ্কর ॥ সুশীল দাস ॥ কল্যাণ চ্যাটার্জী ॥ ভাস্কর চৌধুরী ॥ মিঃ চারী ॥ বনবীর সেনরায় ॥ দিলীপ বসু ॥ সুভাষ চৌধুরী ॥ মাখন রায়চৌধুরী ॥ স্বরাজ চ্যাটার্জী এবং গজা বসু ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ডাঃ শিবেশ্বর প্রসাদ বক্সী ॥ সাদার্ন ড্রাগ স্টোর্স ॥ জেনসন্ এণ্ড্রার কোম্পানী ॥ সুশীল দাস ॥ আর. এন জালান ॥ বিড়লা এ্যাকাডেমী ॥ গিরিধারীলাল সাহা (মডার্ণ টয়েজ কোম্পানী) ॥ দেওজী ভাই দেবেশ ঘোষ ॥ এন. টি-স্টুডিও (নম্বর এক) ॥ মিঃ বাজপেয়ী ॥ সন্তোষ গাঙ্গুলী ॥ স্বরজিৎ রায়চৌধুরী (মন্ট্ দা) ॥ উটরাম ক্লাব ॥ ত্রিপুরা হাউস ॥ বিমলেন্দু সেন ॥ নির্মলেন্দু সেন (পাওনিয়ার টিউব অয়েল ইণ্ডাস্ট্রীজ প্রাঃ লিঃ) ॥ ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে গৃহীত ও ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

● **চিত্রস্বত্ব ও বিশ্ব পরিবেশনা : এস, বি, ফিল্মস, কলিকাতা-১৩** ●

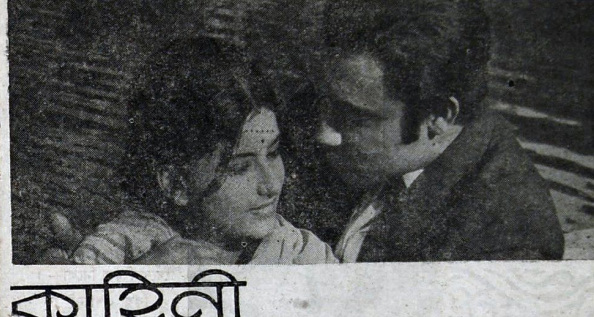

কাহিনী

শুধু সে কালের নয়, নয়-একালেরও—চিরকালের মানসী-বিত্তবান পিতার একমাত্র পুত্র সুবীরকে নিয়ে ঘর, বাঁধতে চেয়েছিল, বেঁধেও ছিল সে তার ঘর। তাকে পেয়ে তৃপ্ত হয়েছিল সুবীর। খুশী হয়েছিলেন সুবীরের বাবা—'আচারিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিজের' মালিক মিঃ আচারিয়া; কেননা আজকের মিঃ আচারিয়াও একদিন ছিলেন মানসীর মতো নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সংগ্রামশীল সামান্য একজন মানুষ।

মিথ্যে প্রেস্টিজের শিকার, হাই সোসাইটির আধুনিকা সুবীরের মা সুরমাদেবী বুকের মধ্যে দুরন্ত অহংকার পোষণ করে স্নেহের বদলে শর্তের বন্ধনে সেদিন মানসীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করলেন। অটল শর্তের তাগিদে সুস্থ সংসার গড়বার জন্য মানসীকে রাজী হতে হলো তার বাবা, মা, ভাই-বোনদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে। মানসীকে হারানোর ব্যথা মুখ বুজে সহ্য করলেন তারা এবং মনে মনে প্রার্থনা জানালেন মানসী সুখী হোক, জয়ী হোক, মানসী সম্পূর্ণ হোক।

শর্তের চাকায় নিজেকে বেঁধে মানসী অসহায় হলো। মানসী চেয়েছিল সংসার গড়তে। অথচ সুরমা দেবী চাইলেন—ক্লাব এবং হোটেলের বিষ্কৃতায়, উন্মাদ সোসাইটির উগ্র আধুনিকতার বন্যায় মানসী হারিয়ে যাক্—একাকার হয়ে যাক্।

ঘরের লক্ষ্মী মানসী কি তা হতে পেরেছিলো? এমনি বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বে জর্জরিত মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে মিস্টার ট্রাণ্ড মিসেস ব্যাণ্ডো সুরমা দেবীকে মানসীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলে তাঁদের পূর্ব চুক্তির পথ ধরে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় ব্রতী হলেন।—কি সে স্বার্থ? কি সে পূর্ব চুক্তি যা মানুষকে অন্যের সুখী পরিবার ভাঙ্গতে ইন্ধন যোগায়?.....

মানসী এবং সুরমার মধ্যেকার বিভেদের এই ভাঙ্গন, দ্বন্দ্বের এই অনিয়ম রোধ করতে সুবীর সচেষ্ট হয়েছিল—অশান্তির মাঝখানে সুখের নির্ঝর বইয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মায়ের আপোষহীন কলহপরায়ণতা এবং ব্যাণ্ডো পরিবারের চক্রান্তে তা ব্যর্থ হলো। মানসীকে ভুল বুঝলেন মিস্টার আচারিয়া, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি।

ইতিমধ্যে মানসী মা হয়েছে। এরই ফাঁকে কয়েকটা বছরও গেছে কেটে। তবু আচারিয়া পরিবারের সেই দ্বন্দ্ব, সেই অশান্তি, তার চাল চলনে এতটুকুও পার্থক্য ঘটেনি। দিন পালটালেও মানুষ পালটায়নি—পালটায়নি তার স্বভাব—তার অনীহা বোধ। অসুস্থ মিঃ আচারিয়া অসহায় মানসীকে এই অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হতে বলেছেন—নিরুপায় সুবীরও তার মায়ের সঙ্গে মানসীকে আপোষ করতে বলেছে। মানসী এখন কি করবে? মানসী কি বিদ্রোহ করবে না আপোষ করবে?

এত অশান্তি, এত অসহযোগের মধ্যেও ব্যাণ্ডো পরিবার আশা ছাড়েননি। মানসী-সুবীরের আইনগত বিবাহের পুরোধা উকিল যশোদাজীবন জোয়ারদারকে তাঁরা খুঁজে বের করেছেন।

একে দিয়েই সুবীর ও মানসীর বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত লিখিয়েছেন, তাছাড়া মানসী যে স্বেচ্ছায় তার সন্তানের সমস্ত ভার মিসেস আচারিয়াকে দিয়ে যাচ্ছে তার খসড়াও তৈরী করে সুরমার হাতে তুলে দিয়েছেন। মিঃ আচারিয়া সব কথাই জানলেন, বুঝলেন—তবু বাধা দিলেন না। কিন্তু কেন ?.....

মানসী বিনা প্রতিবাদে নির্মম এই শর্তের খসড়ায় সই করে তার একমাত্র সন্তানকে রেখেই আচারিয়া পরিবার থেকে বিদায় নিলো—।

কিন্তু এখানেই কি সব শেষ? তা যদি হবে তবে কেন মানসী অসুস্থ মানসিকতার শিকার হলো? ...কেন তার মতো ঘরের সতীলক্ষ্মীকে আদালতের কাঠগোড়ায় দাঁড়াতে হলো? ...এমনি করেই কি মানসী চিরটা কাল ভেসে বেড়াবে? কিন্তু কতদিন??.....

॥ এক ॥

কণ্ঠ : হেমন্ত মুখার্জী

হি—পি কি বিটল্ চেনা মুস্কিল
কোনটা নকল আর কোনটা খাঁটি
শুধু আমরা ছাড়া এই মাস্তান পার্টি
আমরা—
আমরা মাস্তান পার্টি
গায়ে মেখে কাদা পথ চলি দাদা
ঘেন্নায় কাছে কেউ ঘেঁসে না
পড়ে গেলে পাঁকে তবে কাছে ডাকে
কাম ফতে হলে কেউ মেশে না
হারি আর জিতি আমরাও পারি
দুনিয়ার সেরা কাম করতে
সুখে আর দুঃখে থাকি হাসি মুখে
শিখিনিতো মাথা নীচু করতে
শহরের রকে রকে বেপরোয়া ঝাঁকে ঝাঁকে
পাতা আছে আমাদের ঘাঁটি
আমরা—
আমরা মাস্তান পার্টি।
চোটখাওয়া মন নিয়ে জীবনটা খুঁজতে যে
পায়ে পায়ে চলি দিন রাতি
আমরা—
আমরা মাস্তান পার্টি।

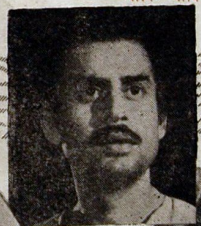

॥ দুই ॥

কণ্ঠ : আরতি মুখার্জী ও নমিতা ভট্টাচার্য্য।

ও—মা—ছি—ছি—ছি—ছি
মরে যাই মরে যাই লজ্জায়
একালের গানে কেন সেকালের সুর ॥
আমি চিরকালের চেনা সুর
আমি আমি
কণ্ঠে আমার শ্রীমতীর ব্যথা ॥
কোথা যে শ্যাম কতদূর।
আমি সেই চিরকালের চেনা সুর।
ঝরে ঝরে যায় দেখি কত ফোটা ফুল
তবুও তো ফুল ফোটা হয় না যে ভুল ॥
হারাবেনা সেই সুর
আমি সেই চিরকালের চেনা সুর
আমি—আমি—
পুরোনো কি হয় বলো সাগরের গান
যুগে যুগে শুনি একই কলতান ॥
ফুরাবে না এই সুর
আমি সেই চিরকালের চেনা সুর
আমি—আমি—

॥ তিন ॥

কণ্ঠ : সন্ধ্যা মুখার্জী

শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি
সুগন্ধি ধূপ জেলে আসন পেতেছি
প্রদীপ জেলে নিলাম তোমায় বরণ করে
আমার এ ঘরে থাকো আলো করে।
আলপনা এঁকে তোমায়
সাজিয়ে দিলাম পট
আমের পল্লব দিলাম জলভরা ঘট
পান সুপারি সিঁদুর দিলাম তোমায় দুহাত ভরে
জনম জনম থাকো আমার এ ঘরে
এসো মা লক্ষ্মী বোস ঘরে
আমার এ ঘরে থাকো আলো করে।

॥ চার ॥

কণ্ঠ : আরতি মুখার্জী ও শ্যামল মিত্র

এখন মন নিয়ে খেলা করি এসো না
চোখে চোখে চেয়ে আর হেঁসো না
এসনা—এসনা—এসনা— ॥
তোমার আমার প্রেমে
স্বপ্ন আসুক নেমে
হাসির ঝরণায় খুশির বন্যায়
আবেশে গান গেয়ে এসো না
ভেসে যাই দু'জনা
অন্তরে দোলে কেন আলোছায়া

চেয়ে দেখো মোর চোখে কাজল মায়া
মনের নিরালায় আশায় বাঁধি ঘর
তোমারে কাছে ডাকি আরো কাছে তুমি এসনা
কি পেয়েছি আর কি পাব না
আঁখ জলে আর ফিরে চাব না
এখন সোনা রাতে তারার
মালা গাঁথে চাঁদের আলো নিয়ে
সবকিছু ভুলে যাই এসনা।

॥ পাঁচ ॥

কণ্ঠ : হেমন্ত মুখার্জী

আরে শোন শোন শোন বাবুরা শোন—
সত্যি কথা বলতে এলাম ধর্মতলার মোড়ে
এই জমানা গ্যাসের বেলুন হয়ে দেখ ওড়ে।
আরে এ সুটো গোলক ধাঁধা
জমানা চাঁদির সুতোয় বাঁধা।
জানে না ছিঁড়লে সুতো কোথায় যাবে উড়ে
জমানা গ্যাসের বেলুন হয়ে দেখ ওড়ে
হায় জমানা গ্যাসের বেলুন হয়ে দেখ ওড়ে
দুনিয়ার এতো যে রং ঢং
এতো দেমাকেরই চং
সবই যে যাত্রা দলের সং
তাদের চিনবে কেমন করে ॥
জমানা গ্যাসের বেলুন হয়ে দেখ ওড়ে
হায় জমানা গ্যাসের বেলুন হয়ে দেখ ওড়ে।
ওপরতলার বাবু যারা নীচের দিকে চায় না
বোঝে না চিরটা কাল সমান কারো যায় না
তোমরা মুখোস পরে মুখে
আহা-রে দিব্যি আছো সুখে ॥
আমি যে ঘুরে মরি বেলুন ফিরি কোরে
জমানা গ্যাসের বেলুন হয়ে দেখ ওড়ে
হায় জমানা গ্যাসের বেলুন হয়ে দেখ ওড়ে
সত্যি কথা বলতে এলাম ধর্মতলার মোড়ে
এই জমানা গ্যাসের বেলুন হয়ে দেখ ওড়ে
হায় জমানা গ্যাসের বেলুন হয়ে দেখ ওড়ে।

॥ ছয় ॥

কণ্ঠ : আরতি মুখার্জী ও শ্যামল মিত্র

ওগো রাত তুমি ঘুম এনে দাও
তোমার আঁধার আঁচল দিয়ে ক্লান্তি মুছে নাও ॥
স্বপ্ন আসুক নেমে সেই ঘুমের সিঁড়ি বেয়ে
সত্যি হয়ে থাকুক না সে আমার দুচোখ ছেয়ে
সারাদিনের জাগরণের দুঃখ ভোলাও
তোমার আঁধার আঁচল দিয়ে ক্লান্তি মুছে নাও
রাত তুমি ঘুম দাও জেগে থাকা আর না
ভাল লাগে না আর আঁধারেরও কান্না
সবকিছু থেমে যাক যাক থেমে যাক না
রাত তুমি ঘুম দাও জেগে থাকা আর না।
কোথায় লুকালে মোর স্বপ্নেরও দেশ
আনবোই তাকে খুঁজে হয়নি তো শেষ
আমার হারানো দিন দাও ফিরে দাও ॥
ভাল লাগে না আর আঁধারেরও কান্না
রাত তুমি ঘুম দাও জেগে থাকা আর না।
লা.....লা.....লা উঃ।

॥ সাত ॥

কণ্ঠ : প্রতিমা ব্যানার্জী, প্রিন্টু ভট্টাচার্য্য ও সলিল মিত্র

চলতি এ পথে বাবু একটু থেমে যাও
গলতি হবে না আমার পানে চাও ॥
ফুটপাত কি লায়লা দেখো মজনু ও ভাই
রূপ দেখে হায়রে হায় ঘায়েল হয়ে যায়
চোখের চাওয়াতে কি সরাব মেশাও
গলতি হবেনা আমার পানে চাও।
প্রেমেরি হাটেতে বেচতে আসি
আমার এ ফুল বাবু হয় না বাসি ॥
আরে নজর মিলাকে জরা মজা লুটে নাও
গলতি হবে না আমার পানে চাও।
চলতি এ পথে বাবু একটু থেমে যাও
গলতি হবে না আমার পানে চাও ॥

সপরিবারে উপভোগ্য

মঞ্চসফল নাটকের সার্থক চিত্ররূপ.....

মৌসুমী
শমিত
বিকাশ·রবি
অসিতবরণ
অনুপ·জহর
শেখর·দীপ্তি
ও
সন্ধ্যারাণী
অভিনীত

কল্পনা মুভীজ প্রাঃ লিঃ নিবেদিত

সবী

কাহিনী
দেবনারায়ণ গুপ্ত

পরিচালনা কণক মুখার্জী · সঙ্গীত অমল মুখার্জী · পরিবেশনা এস.বি.ফিল্মস

অন্যান্য ভূমিকায় : বাসন্তী চ্যাটার্জী ॥ রজনী গুপ্তা ॥ গজা বসু ॥ কল্যাণ চ্যাটার্জী ॥ মৃণাল মুখার্জী ॥ মিণ্টু চক্রবর্তী ॥ জ্যাম বড়ুয়া ॥ ইন্দিরা দে ও পূর্ণিমা রায় প্রভৃতি।

● গানে : হেমন্ত মুখার্জী ॥ শ্যামল মিত্র ॥ সন্ধ্যা মুখার্জী ॥ আরতি মুখার্জী ॥ প্রতিমা ব্যানার্জী ॥ পিণ্টু ভট্টাচার্য ॥ সলিল মিত্র ॥ মালা সরকার ॥ নিতাই গোস্বামী ●

এস. বি. ফিল্মসের প্রচার দপ্তর থেকে প্রচার সচিব শ্রীনিতাই দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত
মুদ্রণে : =প্রিণ্টওটাইপ=২১এ, এ্যাণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-৯
● পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শ্রীপঞ্চানন ●